ISSN 2227-5940

JOURNAL of NAZRUL UNIVERSITY

Volume 3 Number 1 & 2 June 2015

Jatiya Kabi Kazi Nazrul Islam University
Trishal, Mymensingh

CamScanner

ISSN 2227-5940
Volume 3 Number 1 & 2 June 2015

Published by
Jatiya Kabi Kazi Nazrul Islam University
Trishal, Mymensingh, Bangladesh
www.jkkniu.edu.bd

Cover Design
Rashed Sukhon

Composed by
Rongmilanti
Mymensingh
01719 08 79 94

Price BDT 200.00 (for teachers, staffs, and others)
BDT 100.00 (for students)
USD 5

CamScanner

Journal
of
Nazrul University

Editorial Board

Executive Editor

Professor Dr. Md. Mahbub Hossain
Department of Bengali Language and Literature

Members

Professor Dr. M. Habibur Rahman
Department of Economics

Md. Tanjil Hossain
Department of Economics

Uzzal Kumar Prodhan
Department of Computer Science & Engineering

Tapan Kumar Sarker
Department of Fine Arts

Md. Fakhar Uddin (Dravid Saikot)
Department of Fine Arts

Md. Rezaul Ahsan
Department of English Language and Literature

Associate Editor

Md. Tariqul Islam
Department of Finance and Banking

CamScanner

Contents

SL	Author(s)	Title of Article	Page No.
01	আল্ জাবির	গণমাধ্যমের রূপরেখা : বৈচিত্র্যের প্রতিমুখ	01
02	দেবাশীষ বেপারী	নজরুলের পত্রাবলিতে দুঃখময় দিনরাত্রি	13
03	মুহাম্মদ এমদাদুর রাশেদ	সৃষ্টি, মানুষ ও শিল্পের যোগসূত্র : একটি খসড়া পাঠ	19
04	ড. মো. জাহিদুল কবীর	ভাটিয়ালী গান : উদ্ভবের পটভূমি	31
05	Abdullah Al Muktadir Abeer Noor	Owning the Language of 'the God of Big Things': An Analysis of the Elasticity of English in Arundhati Roy's The God of Small Things	39
06	Amita Das Bijoy Chandra Das	Socio–cultural Influence on Women Entrepreneurs: A Case Study on Mymensingh Town and its Periphery	47
07	Azizur Rahman	Reinventing Government in Bangladesh: Application and Efficacy	71
08	Lubna Jebin Umme Farhana	The Rights of Hijra in Bangladesh: An Overview	83
09	Mafruha Hossain Alvy Riasat Malik	Implementation of Green HRM Practices: A Study on Pharmaceutical and Chemical Industries of Bangladesh	91
10	Dr. M H Rahman Mohammad Ishtiak Uddin	Industrialization through Estates: Issues and Impact Mapping	99
11	Md. Hasan Uddin Md. Tariqul Islam Saiful Islam	Determinants of Return on Assets and Return on Equity and Its Industry-wise Effects: Evidence from Dhaka Stock Exchange	107
12	Md. Minhaj Uddin Taslima Akther Farzana Ferdous	Health, Hygiene and Safety Issues of Workers in Line with the Bangladesh Labor Act, 2006: A study of Ready-made Garments Industry in Bangladesh	121
13	Dr. Mohammad Emdadul Huda	English Language Teaching at the Secondary Level in Bangladesh	133
14	Mohammad Shafiur Rahman Chowdhury Md. Masud Chowdhury	Foreign Direct Investment (FDI) in Bangladesh: Prospects and Problems	143
15	Shakhawate Jamil Saikat Rezaul Ahsan	Gathering at Bat-tala, Jahangirnagar University: A Potential Site of Subculture	155
16	Soma Rani Sutradhar Joy Saha	Impact of Entrepreneurship in Socio-Economic Development of Bangladesh: A Study on Fisheries of Trishal	161

CamScanner

Journal of Nazrul University
Vol. 3 (1 & 2), June 2015
ISSN: 2227-5940

নজরুলের পত্রাবলিতে দুঃখময় দিনরাত্রি

দেবাশীষ বেপারী*

সার-সংক্ষেপ

পত্র আদান-প্রদান প্রথা মনুষ্যলোকে যুগ যুগ ধরে প্রচলিত। কখনো প্রয়োজনে আবার কখনো অপ্রয়োজনে। তবে নিরপেক্ষ বিচারে প্রয়োজনেই হোক আর অপ্রয়োজনেই হোক পত্র ব্যক্তি মানসের দর্পণ। মানুষের জীবন-সংস্কৃতির একটি উপাদান হচ্ছে স্ব-হস্তে লিখিতপত্র। ভাব বিনিময়ের একটি নিখুঁত, দীর্ঘস্থায়ী ও পরিপূর্ণ মাধ্যম চিঠিপত্র। ব্যক্তির অবর্তমানে জীবন সম্বন্ধে ও মননের স্পষ্ট ধারণা নিতে তাঁরই লেখা পত্রপাঠের চেয়ে উত্তম আর কিছু হতে পারে না। বাংলা সাহিত্য ও সংগীতের অমর ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী স্রষ্টা কাজী নজরুলের পত্র সম্পর্কে এ প্রবন্ধে আলোচনা। কবি, শিল্পী, গীতিকার, সুরকার, সাংবাদিক, সৈনিকসহ আরও বহুরূপে জীবনকে উপলব্ধি করেছেন নজরুল। এত বিচিত্র জীবনাচরণে নজরুলের লিখিত চিঠি-পত্রের পরিমাণ অনেক বেশি হওয়ার কথা থাকলেও তা আমাদের প্রত্যাশার তুলনায় খুবই কম। বিচিত্র জীবনের পরিমিত অবসরের অভাবে, অথবা অদূরদর্শী প্রাপক এবং যথাযথ সংরক্ষণ না করার কারণে নজরুলের পত্রাবলির এমন অপ্রতুলতা। তাছাড়া এখনো পর্যন্ত বহুচিঠি হয়তো উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

বাংলা একাডেমী, ঢাকা হতে প্রকাশিত রফিকুল ইসলাম সম্পাদিত 'নজরুল রচনাবলী' অনুসারে কবির লিখিত পত্রের সংখ্যা অষ্টআশি (৮৮)। পত্রগুলির প্রতিটি শব্দে, বাক্যে ও মূলভাবে প্রকাশ পেয়েছে কবির জীবনের অভাব-অনটন, দুঃখবোধ, অসহায়তা, প্রেম, ব্যাকুলতা, বিরহচিত্তের নীরব অভিমান, সাহিত্য-সংগীত ইত্যাদি। এ প্রবন্ধে আমরা নির্দেশ করব নজরুলের পত্রের মধ্যে প্রকাশিত অভাব-অনটন বিষয়ক বাক্যালাপ এবং সেই দুঃখবোধ বা অনুভূতিগুলি, যা চুরুলিয়ার দুখু মিয়াকে করে তুলেছে স্বাধীন বাংলাদেশের জাতীয় কবি তথা বাংলা সাহিত্য ও সংগীতের রাজাসম। নজরুলের রচিত সাহিত্য আর সংগীতের মতই-তাঁর চিঠিপত্রগুলি পাঠ করা প্রত্যেক নজরুল- প্রেমীর জন্যই প্রয়োজনীয় বলে মনে করি। 'পত্রাবলী' শব্দটির বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমী 'লি' এবং নজরুল ইন্সটিটিউট 'লী' ব্যবহার করেছে। উল্লেখ্য এ প্রবন্ধের প্রয়োজনে যে সকল গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি প্রদান করা হয়েছে তা উক্ত গ্রন্থের রীতি অনুসারে হুবহু উল্লেখ করা হয়েছে। দেওঘর থেকে পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখিত পত্র। ডাকঘরের সিলমোহরের তারিখ: ১৯ শে ডিসেম্বর, ১৯২০। পত্রোক্ত আফজাল হচ্ছেন মোহাম্মদ আফজাল-উল-হক এবং খাঁ হচ্ছেন আলী আকবর খাঁন। নজরুল পত্রটি লিখেছিলেন দেওঘরের ৪৯নং কোয়ার্টারে বসে শুক্রবার বিকালে।

> টাকা ফুরিয়ে গেছে। আফজাল কিংবা খাঁ যেন শিগগির টাকা পাঠায়। খোঁজ নিবি, আর বলবি আমার মাঝে মানুষের রক্ত আছে। আজ যদি তারা সাহায্য করে ব্যর্থ হবে না- আমি তা সুদে-আসলে পুরে দেব।[১]

পত্রের এ অংশে ভীষণ স্বাভাবিক এক দুঃখ চপলতায় নজরুল আফজাল-উল-হকের কাছে এবং আলী আকবর খাঁ সাহেবের কাছে টাকা ধার চেয়েছেন। ঘরের মানুষ ছাড়া পরের মানুষ অর্থাৎ পারিবারিক গণ্ডির বাইরে কবির চলার পথের সকল পথিককে কবি নিমিষেই আপন ভেবে নিতেন। এই অর্থ সাহায্য চাওয়া পত্রটি তারই উপযুক্ত সাক্ষ্য দেয়। "আফজাল কিংবা খাঁ যেন শিগগির টাকা পাঠায়"– কথাটি লিখবার সময় নজরুল একই সাথে পত্র মারফত অপরিমেয় দাবি আর অধিকারও যেন পাঠালেন। একই চিঠিতে আবার কবি ব্যক্তিত্ব আর আত্ম-প্রত্যয়ের কথাও জানিয়েছেন অর্থ দাতাদের। তাঁদের এ ঋণ তিনি শোধ করবেনই যেহেতু তাঁর মাঝে মানুষের রক্ত আছে এবং এ দান বা অর্থ সাহায্য বৃথা যাবে না। মোসলেম ভারত পত্রিকার কার্যনির্বাহী

* প্রভাষক, সংগীত বিভাগ, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ

CamScanner

সম্পাদক জনাব মোহাম্মদ আফজাল-উল-হক সাহেবকে লিখিত পত্র, আজ এই সময়ে এসে এমন পত্র পড়তে সত্যিই হৃদয় ভেঙ্গে যাবে যে কোন হৃদয়বান মানুষের।

.....নিজের শরীরও ভাল নয়। মনের অশান্তির আগুন দাবানলের মতো দাউদাউ করে জ্বলে উঠছে। অবশ্য আমি নিজেই নিজের ব্যথা করি সৃজন!
হ্যাঁ আমার আজই কুড়িটি টাকা টেলিগ্রাফ মনি অর্ডার করে পাঠাবে Kindly। বড্ড বিপদে পড়েছি। আর কারুর কাছে আমি যাই হই, আপনার কাছে আমি হয়তো ভালোতে-মন্দতে মিশে তেমনি আছি। এই অসময়ে আমার আর কেউ নেই দেখে আপনারই শরণ নিলুম। আশা করি বঞ্চিত হব না।
তা আপনি যত দুর্দশাগ্রস্ত হোন না কেন! টাকা চাই-ই-চাই। ভাই, নইলে যেতে পারব না!
অনেক কষ্ট দিলুম- আরো দেব। 'ব্যথার দান' মোট নয়খানা পেয়েছি মাত্র।
আরো খান পনেরো আমার দরকার।
যাক টাকা পাঠাবেনই যা করে হোক।[২]

যে কবির কবিতা আর গানে অসীম ধনে ধনী বাংলা সংস্কৃতি, সেই কবিরই উক্ত চিঠিতে মাত্র কুড়িটি (২০) টাকার জন্য কি নিদারুন অনুনয়। অভাবের তাড়নায় অটল ব্যক্তিত্বধারী বিদ্রোহী কবি পত্রে লিখেছেন এই অসময়ে আমার আর কেউ নেই দেখে আপনারই শরণ নিলুম। যে সংগীতকারের সুরের নেশায় আকাশ ঝিমায় আর পবন কাঁদে সেই মহাসাধক কিনা বিশটি টাকার জন্য নিরুপায় হয়ে অন্যের দ্বারে মাথা নত করে কেঁদে ফেলেন এবং তা কিনা শূন্য হাতে। বঞ্চিতমুখে যেন ফিরে যেতে না হয় সে জন্য আগাম অনুরোধ করে নিয়েছেন। বাস্তবিক অর্থে এই বুঝি নিয়তি একেই বলে ভাগ্য। অবাক হওয়ায় বিষয়টি এখানেই এতসব দুঃখ বেদনা সত্ত্বেও কখনো তাঁর সৃজনশীলতায় ছেদ পড়েনি। দুর্বার গতিতে বাণী আর সুরের খেলা চলেছে যথারীতি। চিঠি না পড়লে কেউ জানবেই না যে নজরুলের জীবনে কত মরুপথ তিনি বুকে অসীম পিয়াসা লয়ে পাড়ি দিয়েছেন শুধু একা।

হুগলী হতে-১৬ জুলাই ১৯২৫ তারিখে রংপুর জেলার কুড়িগ্রামে জনাব মাহফুজুর রহমানকে নজরুল এক পত্রে লিখেছেন:-

বইয়ের টাকা আদায় হয়ে থাকলে পত্রপাঠ পাঠিয়ে দেবে। বড্ডো দরকার পড়েছে টাকার।
আদায় না হয়ে থাকলে আদায় করবে পত্রপাঠ।
বই বিক্রি না হলে ফেরৎ পাঠাবে- বই-এর বড্ডো দরকার। সকল ছেলেদের স্নেহাশিস দিও।[৩]

একটা বিষয় লক্ষণীয় যে, শ্রী ব্রজবিহারী বর্মনকে লিখিত নজরুলের প্রায় সকল পত্রই টাকা ধার চাওয়া সংক্রান্ত। শ্রী ব্রজবিহারী বর্মন ছিলেন নজরুলের অতি স্নেহের এবং বর্মন পাবলিশিং হাউসের স্বত্বাধিকারী। নজরুল প্রায়শই তাঁকে চিরকুট আকারে পত্র লিখতেন অর্থ ধার চেয়ে। শ্রী ব্রজবিহারী বর্মনকে লেখা নজরুলের পাঁচটি চিঠির সন্ধান পাওয়া যায়।

কৃষ্ণনগর থেকে ৯ অক্টোবর ১৯২৬ সালে পুত্র বুলবুলের জন্মের সংবাদ জানিয়ে নজরুল ঐ দিনই টাকা ধার চেয়ে শ্রী ব্রজবিহারী বর্মনকে একটি পত্র লিখেন:-

পরম স্নেহভাজনেষু ব্রজ! আজ সকাল ছটায় আমার একটি পুত্র-সন্তান হয়েছে।
তোমার বৌদি আপাতত ভালো আছে। টাকার বড্ডো দরকার। যেমন করে পার, পঁচিশটি টাকা আজই টেলিগ্রাফ মনিঅর্ডার করে পাঠাও। তুমিতো সব অবস্থা জান, বলেও এসেছি তোমায়। .....
ভুলোনা যেন। টাকা কর্জ করে হলেও পাঠাও।[৪]

ব্রজবাবু ছিলেন নজরুলের কাব্যগ্রন্থের প্রকাশক। ফলে গ্রন্থস্বত্বের প্রাপ্য টাকা চেয়েও নজরুল শ্রী ব্রজবিহারী বর্মনকে চিরকুট আকারে পত্র দিতেন মাঝে মাঝে। যথাসম্ভব ব্রজবাবু নজরুলকে ধার দিতেন। পত্রের ভাষাই প্রমাণ দিচ্ছে কি ধরনের প্রয়োজনে মানুষ এমন বাক্য চিঠিতে লিখেন। 'টাকা কর্জ করে হলেও পাঠাও।' ঘরে

CamScanner



Jatiya Kabi Kazi Nazrul Islam University
Trishal, Mymensingh

CamScanner